জুন, ২০২৩

শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্রে শিশুর অধিকার, নিরাপত্তা ও সুরক্ষা নিশ্চিতকরণ নির্দেশিকা

প্রত্যেক শিশুকে সহায়তা প্রদান

২০টি শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র স্থাপন প্রকল্প
মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়

শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্রে শিশুর অধিকার, নিরাপত্তা ও সুরক্ষা নিশ্চিতকরণ নির্দেশিকা

শিশুর প্রারম্ভিক বিকাশ- মূল্যবান, যত্নশীল, সুরক্ষিত

এই প্রকাশনার বিষয়বস্তু "২০টি শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র স্থাপন" শীর্ষক প্রকল্পের "গবেষণা ও রিভিউ কমিটি" দ্বারা প্রস্তুত এবং সম্পাদনা করা হয়েছে।

লিড গবেষক ও গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক	: শবনম মোস্তারী, প্রকল্প পরিচালক, ২০টি শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র স্থাপন প্রকল্প
গবেষণা সহায়ক	: মাহিয়া তাসনুভ তামান্না, ডে-কেয়ার অফিসার সাজেদা পারভীন, ডে-কেয়ার অফিসার মোছাঃ আঞ্জুমান আরা লিপি, স্বাস্থ্য শিক্ষিকা স্বরলিপি দাস, স্বাস্থ্য শিক্ষিকা মাবিয়া ওয়াসেক, স্বাস্থ্য শিক্ষিকা
খসড়া সম্পাদক	: আশা রায়, সহকারী পরিচালক (হোস্টেল), মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর। মোর্শেদা মমতাজ, প্রোগ্রাম অফিসার, ২০টি শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র স্থাপন প্রকল্প।
ভাষাগত পর্যালোচনা	: মনোয়ারা ইশরাত, পরিচালক, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর।
রিভিউয়ার	: মনিরুল ইসলাম, অতিরিক্ত আইজিপি (গ্রেড-১), স্পেশাল ব্রাঞ্চ, বাংলাদেশ পুলিশ। অধ্যাপক ডাঃ মোঃ আল-আমিন মৃধা, লাইন ডাইরেক্টর (অবঃ প্রাপ্ত), চিকিৎসা শিক্ষা ও স্বাস্থ্য জনশক্তি উন্নয়ন, স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা। অধ্যাপক (শিশু), ডাঃ এম আর খান শিশু হাসপাতাল ও আইসিএইচ, মিরপুর-২, ঢাকা।
চূড়ান্ত সম্পাদনা, গ্রাফিক্স ডিজাইন ও লেআউট	: শবনম মোস্তারী, প্রকল্প পরিচালক, ২০টি শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র স্থাপন প্রকল্প

যারা এই নির্দেশিকা রিভিশনের কর্মশালায় অংশগ্রহনের মাধ্যমে চূড়ান্ত খসড়া তৈরিতে ভূমিকা রেখেছেন তাদের সকলকে ধন্যবাদ।

নার্গিস খানম
যুগ্মসচিব (পরিকল্পনা ও পরিসংখ্যান অধিশাখা)
মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়।

আমেনা বেগম, বিপিএম
ডি আইজি (প্রোটেকশন এন্ড প্রোটোকল),
স্পেশাল ব্রাঞ্চ, বাংলাদেশ পুলিশ।

শামীমা বেগম
ডিআইজি (কাউন্টার টেরোরিজম), স্পেশাল ব্রাঞ্চ, বাংলাদেশ পুলিশ।

মোঃ সরওয়ার
অতিরিক্ত ডিআইজি, স্পেশাল ব্রাঞ্চ, বাংলাদেশ পুলিশ।

রুমানা আক্তার
অতিরিক্ত ডিআইজি, স্পেশাল ব্রাঞ্চ, বাংলাদেশ পুলিশ।

রখফার সুলতানা খানম
অতিরিক্ত ডিআইজি (পি এন্ড পি), স্পেশাল ব্রাঞ্চ, বাংলাদেশ পুলিশ।

আবদুলাহ আল জহির
পিপিএম বার, বিশেষ পুলিশ সুপার,
স্পেশাল ব্রাঞ্চ, বাংলাদেশ পুলিশ।

সায়রা পারভীন
উপসচিব (উপপরিচালক), জাতীয় মহিলা সংস্থা,
মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়।

আয়শা সিদ্দিকী
উপপরিচালক (পরিকল্পনা ও মূল্যায়ন), মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর

মোসাঃ বেনুয়ারা খাতুন
উপপরিচালক (শিশু দিবাযত্ন শাখা), মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর

খাদিজাতুল কোবরা
সহকারী নিবন্ধক (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন), সমবায় অধিদপ্তর।

ডাঃ আহমেদ মঞ্জুরুল ইসলাম
রিসার্চ এ্যাসোসিয়েট, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়।

মোসাঃ সিদ্দিকা বেগম
পুলিশ সুপার, স্পেশাল ব্রাঞ্চ, বাংলাদেশ পুলিশ।

মোঃ জাহিদ হোসেন ভূঞা
পুলিশ সুপার, স্পেশাল ব্রাঞ্চ, বাংলাদেশ পুলিশ।

মোঃআজিম-উল-আহসান
পুলিশ সুপার, স্পেশাল ব্রাঞ্চ, বাংলাদেশ পুলিশ।

মোঃ শফিউল সারওয়ার
পুলিশ সুপার, স্পেশাল ব্রাঞ্চ, বাংলাদেশ পুলিশ।

জেরিন আখতার
পুলিশ সুপার, স্পেশাল ব্রাঞ্চ, বাংলাদেশ পুলিশ।

জনাব হায়াতুন নবী
পুলিশ সুপার (পার্সোন্যাল), স্পেশাল ব্রাঞ্চ, বাংলাদেশ পুলিশ।

শিরীন সুলতানা
পুলিশ সুপার, স্পেশাল ব্রাঞ্চ, বাংলাদেশ পুলিশ।

মোহাম্মদ জসীমউদ্দীন, পিপিএম
অতিরিক্ত পুলিশ সুপার, স্পেশাল ব্রাঞ্চ, বাংলাদেশ পুলিশ।

এস, এম, রফিকুল হায়দার
সহকারী পরিচালক (প্রতিষ্ঠান-২), সমাজসেবা অধিদপ্তর।

হাসিনা পারভীন
সহকারী পরিচালক, এসওএস, চিলড্রেন ভিলেজ, ঢাকা।

গ্রাফিক্স ও ডিজিটাল প্রোডাকশন : কালার মার্ক, ১০৬, ফকিরাপুল, মতিঝিল, ঢাকা-১০০০।

মুখবন্ধ

মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীন মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়িত "২০টি শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র স্থাপন" শীর্ষক প্রকল্পের মাধ্যমে "শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্রে শিশুর অধিকার, নিরাপত্তা ও সুরক্ষা নিশ্চিতকরণ" নির্দেশিকা প্রকাশের উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাই।

নির্দেশিকাটিতে শিশু অধিকার সনদের অধিকারসমূহকে ৪টি মূলনীতিতে বিন্যস্ত করে প্রতিটি শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্রে শিশুর অধিকারসমূহ নিশ্চিত করার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়া শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র আইন-২০২১ এর ধারা ২২ অনুযায়ী শিশুর নিরাপত্তা ও সুরক্ষার বিষয়টি অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বিবেচনা করে শিশুর নিরাপত্তার সম্ভাব্য ঝুঁকিসমূহ চিহ্নিতকরণসহ ঝুঁকি নিরসনে করণীয় সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট দিক নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। এছাড়াও কর্মজীবী পিতা-মাতার ০৪ মাস থেকে ০৬ বছর বয়সী শিশুদের অধিকার সংরক্ষণ এবং তাদের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে সুরক্ষামূলক কর্মকৌশল সম্পর্কে বিস্তারিত তুলে ধরা হয়েছে এবং শিশুর অধিকার, নিরাপত্তা ও সুরক্ষা নিশ্চিত করতে প্রতিটি শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্রে ০৮ সদস্য বিশিষ্ট একটি নিরাপত্তা মনিটরিং কমিটি গঠন করা হয়েছে যা প্রশংসনীয়।

আশা করি, শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র পরিচালনায় নির্দেশিকাটি সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে সঠিক দিক নির্দেশনা প্রদানে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে। পাশাপাশি নির্দেশিকাটি সঠিকভাবে প্রতি পালনের মধ্য দিয়ে শিশুর অধিকার, নিরাপত্তা ও সুরক্ষা নিশ্চিতকরণের প্রতি প্রকল্প পরিচালকের প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের প্রতিফলন ঘটবে।

পরিশেষে, ২০টি শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র স্থাপন প্রকল্পের সহযোগিতায় "শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্রে শিশুর অধিকার, নিরাপত্তা ও সুরক্ষা নিশ্চিতকরণ" নির্দেশিকাটি প্রণয়ন ও প্রকাশ করতে পেরে আমরা অত্যন্ত আনন্দিত। নির্দেশিকাটি শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র সম্পর্কিত মন্ত্রণালয়ের ভবিষ্যৎ ক্রমবর্ধমান কাজের কেন্দ্রীয় অংশ হয়ে উঠবে। নির্দেশিকাটি প্রস্তুত ও প্রকাশনার কাজে যাঁরা সংশ্লিষ্ট ছিলেন তাঁদের সকলকে এই আন্তরিক প্রচেষ্টার জন্য আমি ধন্যবাদ জানাই।

নাজমা মোবারেক
সচিব
মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়

শিশুর প্রারম্ভিক বিকাশ- মূল্যবান, যত্নশীল, সুরক্ষিত

প্রকল্প পরিচালকের কথা

জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদের মাধ্যমে ঘোষণা করা হয়েছে যে শিশুদের প্রারম্ভিক শৈশবের বিশেষ যত্ন ও সহায়তা পাওয়ার অধিকার রয়েছে এবং তাদের শারীরিক ও মানসিক পরিপক্কতার জন্য উপযুক্ত সুরক্ষা প্রয়োজন যেন তারা সুখ, ভালবাসা ও বোঝাপড়ার মত পারিবারিক পরিবেশে বেড়ে উঠতে পারে। এছাড়া জাতীয় শিশু নীতি, ২০১১ অনুযায়ী শিশু অধিকার, নিরাপত্তা ও সুরক্ষা শিশুদের উন্নয়ন পরিকল্পনার একটি অগ্রাধিকার বিষয়। আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদসহ শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র আইন, ২০২১ ও দেশের প্রচলিত অন্যান্য আইন ও নীতির আলোকে শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্রে ৪ মাস থেকে ৬ বছর বয়সী শিশুর অধিকার, নিরাপত্তা ও সুরক্ষা নিশ্চিতকরণ একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিশ্রুতি। এই প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের জন্য "শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্রে শিশুর অধিকার, নিরাপত্তা ও সুরক্ষা নিশ্চিতকরণ" নির্দেশিকা প্রণয়ন করা হয়েছে। তবে শুধু এ সংক্রান্ত নির্দেশিকা প্রণয়নই যথেষ্ট নয় বরং শিশু অধিকার খর্ব ও নিরাপত্তার ঝুঁকিগুলির মূল কারণ চিহ্নিতকরণসহ তা নিরসনের কার্যকরী সুরক্ষামূলক ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য এর সঠিক বাস্তবায়ন অত্যন্ত জরুরি।

শিশুর অধিকার, নিরাপত্তা ও সুরক্ষা সংক্রান্ত সকল আইন ও নীতির উল্লেখযোগ্য অংশ এই নির্দেশিকায় তুলে ধরা হয়েছে যা সংশ্লিষ্ট কর্মচারীদের অবশ্যই জানতে হবে যেন তারা এ সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় বিধি-বিধানের সাথে পরিচিত হতে পারে। ২০টি শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্রের যত্নে থাকা শিশুদের নিরাপত্তা ও সুরক্ষার জন্য কঠোর নীতি নির্ধারণ করা হয়েছে যা সংশ্লিষ্ট কর্মচারীদের অবশ্যই অনুসরণ করা উচিত। এই নির্দেশিকায় প্রতিটি কর্মচারীদের প্রাথমিক চিকিৎসা পদ্ধতি এবং জরুরি পরিস্থিতিতে যথাযথ চিকিৎসা পদ্ধতির সাথে পরিচিত হওয়ার দিক-নির্দেশনা রয়েছে। এছাড়া প্রতিটি কেন্দ্রের নিরাপত্তা ও সুরক্ষা কৌশল নিরীক্ষাসহ শিশুদের নিরাপত্তার নিয়ম শেখানোর মাধ্যমে একটি নিরাপদ পরিবেশ প্রদান করার চেষ্টা করা হয়েছে। শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্রে একটি নিরাপদ ও সুরক্ষিত পরিবেশ শিশুর কার্যকর শেখা ও বিকাশের পূর্বশর্ত। তাই সকল শিশু, পিতামাতা এবং কর্মীদের নিরাপত্তা ও সুরক্ষার গুরুত্ব আমাদের কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। আমরা প্রতিটি কেন্দ্রে ত্রৈমাসিক পরিদর্শন ও শিশুদের নিরাপত্তার নিয়ম শেখানোর মাধ্যমে একটি নিরাপদ ও শান্তিপূর্ণ পরিবেশ প্রদান করার চেষ্টা করি। যদি একটি শিশু আঘাতের সম্মুখীন হয় তাহলে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মী দ্বারা একটি দূর্ঘটনা রিপোর্ট সম্পন্ন করার বিধান রাখা হয়েছে যাতে পিতামাতা বা অভিভাবকের স্বাক্ষর থাকবে। আমাদের আন্তরিক প্রচেষ্টা সত্ত্বেও একটি জরুরি অবস্থা দেখা দিতে পারে। এই কারণে ২০টি কেন্দ্রের পিতামাতা বা অভিভাবককে জরুরি যোগাযোগের তথ্য প্রদান করতে হবে এবং জরুরি চিকিৎসা প্রদানের জন্য অনুমতি পত্রে স্বাক্ষর করতে হবে।

আশা করি, নির্দেশিকাটি কেন্দ্রের সংশ্লিষ্ট কর্মচারীদের দ্বারা যথাযথভাবে ব্যবহৃত হবে কারণ কেন্দ্রের শিশুদের কাছে তাঁরা সম্পূর্ণরূপে দায়বদ্ধ। এটি ২০টি কেন্দ্রের শিশুদের জীবনকে উন্নত করার প্রাণবন্ত এবং উত্তেজনাপূর্ণ প্রক্রিয়া হিসাবে দেখা হবে।

নির্দেশিকাটি অনলাইনে প্রকাশিত হবে। সকলের সুবিধার্থে হার্ডকপিও সরবরাহ করা হবে।

শবনম মোস্তারী
প্রকল্প পরিচালক (যুগ্মসচিব)

বিষয়বস্তু **পৃষ্ঠা নং**

১.		**ভূমিকা**	০১
২.		**উদ্দেশ্য**	০৪
৩.		**সংজ্ঞা**	০৫
	৩.১	শিশু অধিকার	০৫
	৩.২	শিশু নিরাপত্তা	০৫
	৩.৩	শিশু সুরক্ষা	০৫
৪.		**শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্রে শিশু অধিকার প্রয়োগ**	০৫
	৪.১	শিশুর যত্নে বৈষম্য নিরসন	০৫
	৪.২	শিশুর যত্নে শিশুর স্বার্থ সংরক্ষণ	০৫
	৪.৩	শিশুর যত্নে প্রারম্ভিক বিকাশের অধিকার প্রয়োগ	০৬
	৪.৪	শিশুর যত্নে পিতামাতা বা অভিভাবকের অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণ	০৭
৫.		**শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্রের নিরাপত্তা ব্যবস্থা**	০৭
	৫.১	শিশুর নিরাপত্তার সম্ভাব্য ঝুঁকিসমূহ	০৮
	৫.২	ঝুঁকি নিরসনে করণীয়	০৮
৬.		**শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্রের সুরক্ষা ব্যবস্থা**	০৯
	৬.১	সুরক্ষা বাস্তবায়নে গৃহীত পদক্ষেপ	০৯
	৬.২	দূর্ঘটনা ও জরুরি পরিস্থিতি মোকাবেলা	১০
	৬.৩	জরুরি পরিস্থিতির জন্য প্রস্তুতি	১১
	৬.৪	সহিংসতা রোধ করতে গৃহীত ব্যবস্থা	১১
৭.		**শিশু অধিকার, নিরাপত্তা ও সুরক্ষা নিশ্চিতকরণে নিয়োজিত কর্মীদের প্রয়োজনীয় জ্ঞান, দক্ষতা ও ক্ষমতা**	১১
৮.		**শিশু অধিকার, নিরাপত্তা ও সুরক্ষা নিশ্চিতকরণ কমিটি**	১২
	৮.১	শিশু অধিকার, নিরাপত্তা ও সুরক্ষা মনিটরিং কমিটি	১২
	৮.২	ইমারজেন্সি রেসপন্স টিম	১৩
পরিশিষ্ট-ক		শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্রের দৈনন্দিন নিরাপত্তা চেকলিস্ট	১৪
পরিশিষ্ট-খ		শিশুকে কেন্দ্রে আনা-নেওয়ার জন্য নিবন্ধিত অভিভাবকের অনুমোদন কার্ডের নমুনা	১৫

শিশুর প্রারম্ভিক বিকাশ- মূল্যবান, যত্নশীল, সুরক্ষিত

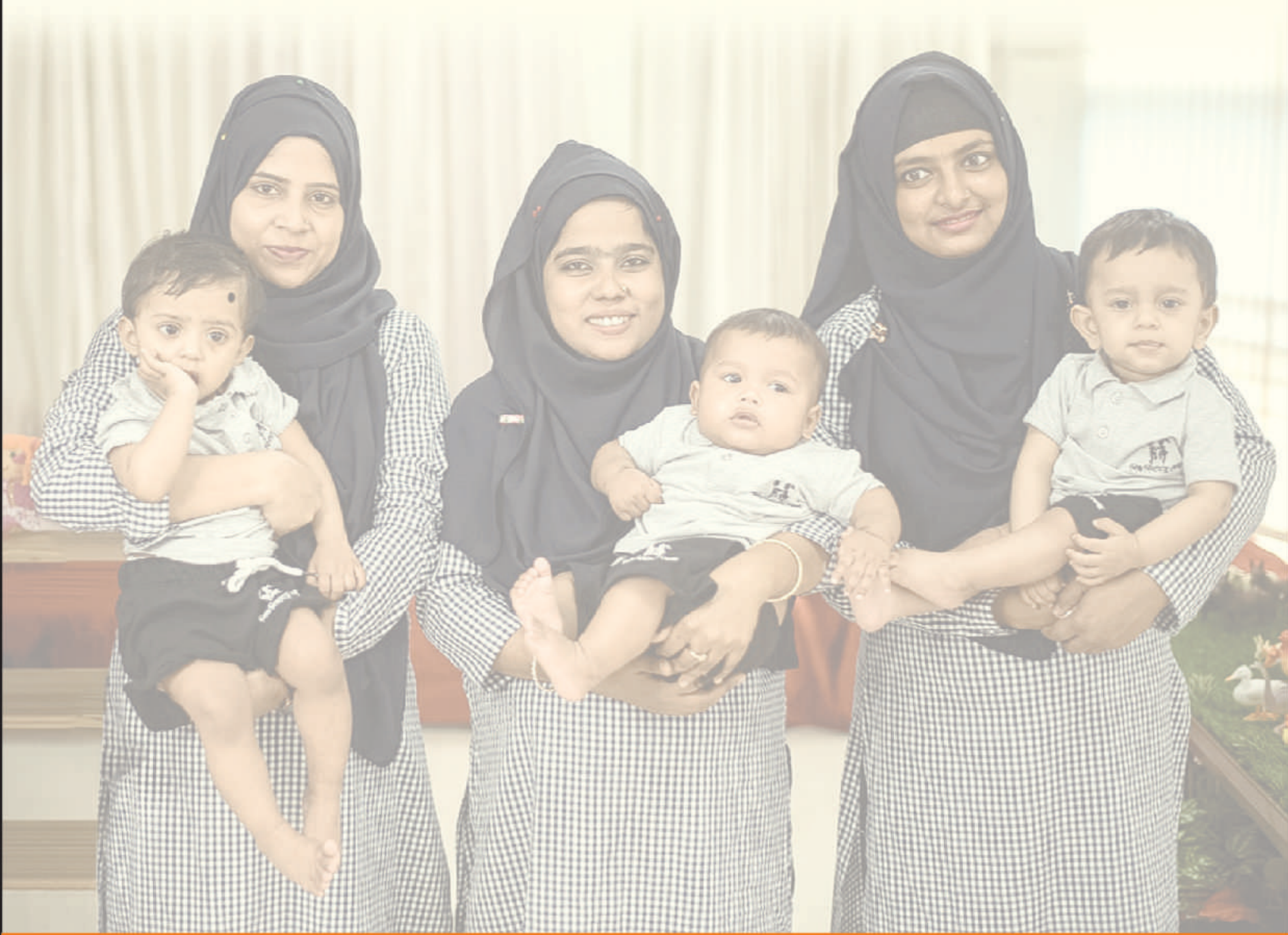

১. ভূমিকা

আজকের শিশুরাই আগামী দিনের ভবিষ্যৎ। তাই শিশুদের নিরাপত্তা ও সুরক্ষাসহ সকল অধিকার বাংলাদেশের সংবিধানে স্বীকৃত আছে। একটি নিরাপদ ও সুরক্ষামূলক পরিবেশে মর্যাদার সাথে যত্ন ও শিক্ষার সুযোগ পাওয়ার সাংবিধানিক অধিকার শিশুদের রয়েছে যা শিশুর শারীরিক ও মানসিক বিকাশের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্রে শিশুরা তাদের জেগে থাকার অর্ধেকের প্রায় বেশি সময় অতিবাহিত করে। এখানে অবস্থানকালে শিশুরা নিরাপত্তা ও সুরক্ষার সাথে সম্পর্কিত অনেক মানব সংঘটিত বিপদের সম্মুখীন হতে পারে যেমন আঘাত, অপব্যবহার, অবহেলা, অসদাচরণ, দুর্ব্যবহার, যৌন নির্যাতন, শোষণ, আগুন, সংঘাত, সহিংসতা, দুর্ঘটনা ইত্যাদি। কেন্দ্রে শিশুরা সংক্রমনের জন্য বেশি ঝুঁকিপূর্ণ হতে পারে কারণ তারা অন্য অনেক শিশুর সাথে যোগাযোগ করে, দলবদ্ধভাবে খেলে ও স্পর্শ করে; যে কোনো জিনিস মুখে দেয়; তারা সঠিকভাবে হাত নাও ধুতে পারে যা জীবাণু ছড়াতে পারে; তাদের ফুসফুস বাহিরের তুলনায় ঘরের ভেতরের দূষিত বাতাসের জন্য বেশি সংবেদনশীল; তারা অন্যান্য শিশুদের সাথে ডায়াপার পরিবর্তনের একই স্থান ব্যবহার করে এবং তাদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কম। এছাড়া শিশুরা আঘাতের জন্যও বেশি ঝুঁকিপূর্ণ কারণ এ বয়সে তাদের শরীর ও মস্তিষ্কের বৃদ্ধি ও বিকাশ হয় এবং তারা বিপদ বুঝতে পারে না। এই শিশুদের অধিকার রক্ষা করা এবং শিশুদের শারীরিক ও মানসিক নিরাপত্তার জন্য উপযুক্ত সুরক্ষা প্রদান করার দায়িত্ব শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্রের কর্মীদের রয়েছে। এজন্য শিশুর প্রারম্ভিক বয়সের অধিকার, নিরাপত্তা ও সুরক্ষার বিষয়গুলি এবং এ সংক্রান্ত জাতীয় ও আন্তর্জাতিক মানগুলি সম্পর্কে কর্মীদের জানতে হবে এবং সংশ্লিষ্ট আইন ও নীতিমালার বাধ্যবাধকতা মেনে চলতে হবে। সংগত কারনেই শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্রে শিশুর অধিকার, নিরাপত্তা ও সুরক্ষা নিশ্চিত করতে বিভিন্ন সময় আন্তর্জাতিক সনদ, বিভিন্ন ধরনের নীতি, আইন, টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা প্রণয়ন ও নির্ধারণ করা হয়েছে তার আলোকে একটি সুপরিকল্পিত নির্দেশিকা প্রণয়ন করা প্রয়োজন।

এ প্রেক্ষাপট বিবেচনা করে শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র আইন-২০২১ এর বিধানসহ আন্তর্জাতিক সনদ এবং অন্যান্য নীতি ও সুপারিশের আলোকে একটি নির্দেশিকা তৈরি করার পূর্বে নয় সদস্যবিশিষ্ট গবেষণা কমিটি দ্বারা শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্রে শিশুর অধিকার, নিরাপত্তা ও সুরক্ষা বিষয়ক জাতীয় ও আন্তর্জাতিক মান নিয়ে গবেষণা করা হয়। এছাড়া কর্মী ও অভিভাবকের মতামত, মন্তব্য, পরামর্শ ও অভিযোগ পর্যালোচনা এবং শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্রের সেটিংও বিশ্লেষণ করা হয়। পরবর্তীতে আন্তর্জাতিক সনদ, আইন এবং অন্যান্য নীতির উল্লেখযোগ্য ধারা, অনুচ্ছেদ ও আর্টিকেলসমূহের আলোকে "শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্রে শিশু অধিকার, নিরাপত্তা ও সুরক্ষা" বিষয়ক একটি খসড়া নির্দেশিকা প্রণয়ন করা হয় যা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে দুই জন অভিজ্ঞ কর্মকর্তা দ্বারা রিভিউ করার পর কর্মশালার মাধ্যমে অংশীজনের মতামতের ভিত্তিতে চূড়ান্ত করা হয়।

নির্দেশিকাটিতে শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র পরিচালনার দায়িত্বে নিয়োজিত কর্মীদের ভূমিকা, দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে দিকনির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া শিশু অধিকার প্রয়োগ, নিরাপত্তা এবং সুরক্ষার এমন প্রয়োজনীয়তাগুলি নির্ধারণ ও বর্ণনা করা হয়েছে যা শিশুদের সুরক্ষা এবং সর্বোত্তম স্বার্থ রক্ষায় সহায়তা করার জন্য অবশ্যই অনুসরণ করতে হবে। নির্দেশিকাটি আইনে ব্যবহৃত শর্তাবলী সম্পর্কে তথ্য প্রদানের পাশাপাশি প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা অনুসরনের পরামর্শ প্রদান করে। এমনকি কেন্দ্রের কর্মীকে তার পেশায় দক্ষ হিসেবে বিবেচিত হওয়ার জন্য যা জানতে হবে এবং সঠিক ও কার্যকরভাবে সেবা প্রদানে সক্ষম হতে হবে এবং এর জন্য প্রয়োজনীয় যে দক্ষতা ও জ্ঞান প্রয়োজন তা সুনির্দিষ্টভাবে এই নির্দেশিকায় বর্ণনা করা হয়েছে। এছাড়াও শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্রগুলি শিশু বিকাশের সর্বোত্তম স্থান হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে কিছু কর্মকৌশল নির্ধারণ করা হয়েছে যা সঠিকভাবে প্রয়োগ করতে হবে। সর্বোপরি, নির্দেশিকাটি প্রণয়নের মাধ্যমে শিশুদের অধিকার, নিরাপত্তা ও সুরক্ষার পরিকল্পনা, বাস্তবায়ন ও তদারকির একটি কার্যকর ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে যাতে শিশুরা দিবাযত্ন কেন্দ্রে বিভিন্ন ধরনের হুমকির পরিসর থেকে শারীরিক, মানসিক এবং আচরণগতভাবে নিরাপদ থাকে।

শিশুর অধিকার, নিরাপত্তা ও সুরক্ষা সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক সনদ, নীতি, টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট এজেন্ডা ও আইনের উল্লেখযোগ্য আর্টিকেল, অনুচ্ছেদ, লক্ষমাত্রা ও ধারাসমূহ নিম্নরূপঃ

আইন, নীতি ও সনদের নাম	আর্টিকেল, অনুচ্ছেদ, নীতি ও ধারাসমূহের বিবরণ	
জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদ-১৯৮৯	আর্টিকেল-২	জাতি, ধর্ম, বর্ণ, লিঙ্গ, ভাষা, নির্বিশেষে রাষ্ট্র প্রতিটি শিশুর সম অধিকার নিশ্চিত করবে।
	আর্টিকেল-৩(১,২)	শিশুর মা-বাবার অধিকার ও কর্তব্যকে বিবেচনায় নিয়ে শিশুর মঙ্গলের জন্য প্রয়োজনীয় সুরক্ষা এবং যত্ন নিশ্চিত করার কার্যক্রমে শিশুর সর্বোত্তম স্বার্থ সংরক্ষণ একটি প্রাথমিক বিবেচ্য বিষয় হবে।
	আর্টিকেল-৩(৩)	উপযুক্ত মানদন্ডের আলোকে পর্যাপ্ত সংখ্যক প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত যত্নকর্মীদের দিয়ে শিশুদের বিশেষ যত্ন, নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করতে হবে।
	আর্টিকেল-৬(২)	শিশুর বেড়ে ওঠা ও বিকাশের সম্ভাব্য সকল ব্যবস্থার সর্বাধিক মান নিশ্চিত করতে হবে।
	আর্টিকেল-১২	শিশুর অধিকার প্রতিষ্ঠায় শিশুর মতামতকে গুরুত্ব দিতে হবে।
	আর্টিকেল-১৪	শিশুর চিন্তা, বিবেক ও ধর্মের স্বাধীনতার অধিকারকে এবং পিতামাতার অধিকার ও কর্তব্যকে সম্মান করে শিশুর সঠিক বিকাশের জন্য তার পিতামাতার দিক নির্দেশনাকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিতে হবে।
	আর্টিকেল-১১, ৩৪,৩৫	শিশু যেন কোনো ধরনের যৌন হয়রানি, অপহরণ ও পাচারের শিকার না হয় সে বিষয়ে সর্বোচ্চ তদারকি নিশ্চিত করতে হবে।
	আর্টিকেল-১৮(৩)	কর্মজীবী পিতামাতার সন্তানদের শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্রের সেবা এবং সুযোগ সুবিধাগুলি পাওয়ার অধিকার রয়েছে এবং তা নিশ্চিত করার জন্য রাষ্ট্র উপযুক্ত সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।
	আর্টিকেল-১৯(৩)	পিতামাতা, শিশুর যত্নে নিয়োজিত ব্যক্তি বা আইনি অভিভাবক ও প্রতিষ্ঠান দ্বারা শিশু যেন শারীরিক ও মানসিক সহিংসতা, আঘাত, অপব্যবহার, অবহেলা ইত্যাদির শিকার না হয় সেজন্য প্রতিরোধ ও শনাক্তকরণসহ কার্যকর পদ্ধতি গ্রহণ করে যথেষ্ট সচেতনতা অবলম্বন করতে হবে।
	আর্টিকেল-২০(১,২,৩)	একটি শিশু সাময়িকভাবে পারিবারিক পরিবেশ থেকে বঞ্চিত হলে রাষ্ট্র তার জন্য বিকল্প যত্ন নিশ্চিতকল্পে উপযুক্ত প্রতিষ্ঠান তৈরী করবে।
	আর্টিকেল-২৪	শিশুকে সুস্থ রাখতে প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা, পুষ্টিকর খাবার, বিশুদ্ধ পানীয়, ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যবিধি, পরিবেশগত স্যানিটেশন ও মাতৃদুগ্ধ পান করানোর যথাযথ ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে এবং শিশুর সার্বিক পরিচর্যার সকল তথ্য পিতামাতাকে নিয়মিত অবহিত করতে হবে।
	আর্টিকেল-২৫	শিশুর শারীরিক বা মানসিক স্বাস্থ্যের যত্ন, সুরক্ষা ও চিকিৎসাসেবা রাষ্ট্রপক্ষ নিশ্চিত করবে।
	আর্টিকেল-২৭	শিশুর প্রারম্ভিক শৈশব বিকাশের জন্য সব ধরনের মানসম্মত উপকরণ সরবরাহ করতে হবে এবং শারীরিক, মানসিক, আধ্যাত্মিক, নৈতিক ও সামাজিক বিকাশ নিশ্চিত করতে হবে।
	আর্টিকেল-২৮	শিশুকে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যেতে আগ্রহী করার জন্য মানসম্মত প্রারম্ভিক শিক্ষার ব্যবস্থা রাষ্ট্র নিশ্চিত করবে।
	আর্টিকেল-২৯	রাষ্ট্র প্রারম্ভিক শিক্ষার পরিকল্পনা এমনভাবে করার নির্দেশ প্রদান করবে যাতে শিশুর ব্যক্তিত্ব, প্রতিভা, মানসিক ও শারীরিক দক্ষতার সর্বোচ্চ বিকাশ ঘটে এবং শিশুরা তাদের সব সম্ভাবনাগুলিকে কাজে লাগাতে পারে এবং তাদের বাবা-মা, সমাজ, সংস্কৃতি, বন্ধুসহ চারপাশের পরিবেশকে সম্মান করতে শেখে।
	আর্টিকেল-৩১	শিশুর বিশ্রাম, অবসর, খেলাধুলা ও বিনোদনে নিয়ুক্ত হওয়ার অধিকারকে রাষ্ট্র স্বীকৃতি দেবে এবং বয়স উপযুক্ত সংশ্লিষ্ট কার্যকলাপে শিশুর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করবে।

	আর্টিকেল-৩৯	যে কোনো ধরনের অবহেলা, শোষণ বা অপব্যবহার, নির্যাতন, নিষ্ঠুর, অমানবিক বা অপমানজনক আচরণ ও শাস্তির দ্বারা শিশু শারীরিক ও মানসিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হলে তা পুনরুদ্ধারের জন্য রাষ্ট্র উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।
	আর্টিকেল-৪২	শিশুদের অধিকারগুলি কিভাবে নিশ্চিত করা হচ্ছে তা সবাইকে অবহিত করার জন্য রাষ্ট্র অঙ্গীকার করবে।
জাতীয় শিশু নীতি ২০১১	অনুচ্ছেদ ৬.৩	সকল শিশুর জন্য মানসম্মত স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত, নিরাপদ পানির উৎস সুলভ রাখা এবং শিশু বান্ধব পয়ঃনিষ্কাশন সুবিধা স্থাপন নিশ্চিত করতে হবে।
	অনুচ্ছেদ ৬.৪	প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রমকে শক্তিশালী ও সম্প্রসারিত করার লক্ষ্যে শিশু বিকাশ কার্যক্রম পরিচালনা নিশ্চিত করতে হবে।
	অনুচ্ছেদ ৬.৫	শিশু যেন শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনের শিকার না হয় সে লক্ষ্যে শিশু বান্ধব শিক্ষাদান পদ্ধতির প্রবর্তন করতে হবে এবং নানা ধরনের সহজ ও আকর্ষণীয় শিক্ষা উপকরণ, মডেল, ছড়া, গল্প, গান, ও খেলার মাধ্যমে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
	অনুচ্ছেদ ৬.৬	শিশুর জন্য মানসম্পন্ন বিনোদন, খেলাধুলা, লাইব্রেরী সম্পর্কে ধারণা ও সাংস্কৃতিক চর্চা সুবিধা নিশ্চিত করার জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে এবং খেলাধুলা করার জন্য উন্মুক্ত জায়গা রাখার পাশাপাশি বিনোদনমূলক কার্যক্রমের ব্যবস্থা রাখতে হবে।
	অনুচ্ছেদ ৬.৭.১	সকল প্রকার সহিংসতা, শারীরিক, মানসিক ও যৌন নির্যাতন এবং শোষণের বিরুদ্ধে শিশুদের সুরক্ষা নিশ্চিত করতে হবে।
	অনুচ্ছেদ ৬.১২	দুর্যোগ মোকাবেলার প্রস্তুতি গ্রহনের সময় শিশুর নিরাপত্তার বিষয়টি অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বিবেচনা করে তাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে এবং স্বাস্থ্য বিষয়ক উপকরনের প্রাপ্যতা নিশ্চিত করতে হবে।
শিশুর প্রারম্ভিক যত্ন ও বিকাশের সমন্বিত নীতি ২০১৩	উদ্দেশ্য: ৬.৮	শিশুর নিরাপত্তাসহ স্বাভাবিক শারীরিক ও মানসিক বিকাশের জন্য শিশুর বিরুদ্ধে সকল ধরনের নির্যাতন রোধসহ শিশু নির্যাতন রোধের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় পারিবারিক, সামাজিক ও আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে।
	কৌশলগত মূলনীতি: ৭.৮.২	শিশুর বিকাশ, স্বাস্থ্য-পুষ্টি এবং খাদ্যাভ্যাস সংক্রান্ত বিষয়গুলিতে মা বাবার জ্ঞান ও দক্ষতা, শিশুদের মনে উপযুক্ত উদ্দীপনা সৃষ্টি, শিখন অভিজ্ঞতার সুযোগ ও পরিবেশ তৈরি এবং শিশুর জন্য নিরাপদ পরিবেশে যত্নকারীর সঙ্গে উৎসাহমূলক যোগাযোগ বা সম্পর্ক থাকা শিশুর বিকাশের ক্ষেত্রে খুবই গুরুত্বপূর্ণ।
	কর্মকৌশল: ৮.২.১	সকল শিশুর জন্ম নিবন্ধন নিশ্চিত করতে হবে।
	কর্মকৌশল: ৮.২.২	শিশুর মৌলিক চাহিদা (স্বাস্থ্য, পুষ্টি, সুরক্ষা, বৃদ্ধি ও বিকাশ) পূরণের লক্ষ্যে সমন্বিত পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করতে হবে।
	কর্মকৌশল: ৮.৩.১	বয়সভিত্তিক অত্যাবশ্যকীয় সেবাসমূহ পর্যালোচনা ও সমন্বয় সাধন।
	কর্মকৌশল: ৮.৩.৩	সকল শিশুর জন্য সমন্বিত সেবা নিশ্চিতকরণ।
	কর্মকৌশল: ৮.৩.৬	প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রমের গুণগত মান বাড়ানোসহ পর্যায়ক্রমে সকল শিশুর প্রাক- প্রাথমিক শিক্ষার সুযোগ তৈরি।
	কর্মকৌশল: ৮.৩.১৪	শিক্ষা ,স্বাস্থ্য ও সুরক্ষার কার্যকর বলয় তৈরি।
	কর্মকৌশল: ৮.৩.১৫	সকল পর্যায়ে শিশু-বান্ধব পরিবেশ তৈরি।

	কর্মকৌশল: ৮.৩.১৬	সকল পর্যায়ে সংস্কৃতি-বান্ধব কার্যক্রম গ্রহণ।
	কর্মকৌশল: ৮.৩.১৯	যে কোন দূর্যোগ বা জরুরি অবস্থায় শিশুদের অগ্রাধিকার ভিত্তিতে অত্যাবশ্যকীয় সেবা কার্যক্রমের আওতায় আনা।
	কর্মকৌশল: ৮.৩.২০	প্রারম্ভিক শিক্ষা ও বিকাশ সংক্রান্ত সেবা প্রদানের অবকাঠামো তৈরি।
টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট এজেন্ডা-২০৩০	লক্ষমাত্রা: ৪.২	সকল ছেলে ও মেয়ে শিশু যাতে প্রাথমিক শিক্ষার প্রস্তুতি হিসেবে প্রাক- প্রাথমিক শিক্ষাসহ শৈশবের একেবারে গোড়া থেকে মানসম্মত বিকাশ ও পরিচর্যার মধ্য দিয়ে বেড়ে ওঠে তার নিশ্চয়তা প্রদান করতে হবে।
	লক্ষমাত্রা: ১৬.২	শিশুদের বিরুদ্ধে সকল প্রকার সহিংসতা, নির্যাতন ও শোষণ এবং শিশু পাচারের মত ঘৃণ্য তৎপরতার অবসান।
শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র আইন-২০২১	ধারা-১২(২)	অভিভাবক বা অভিভাবক কর্তৃক অনুমোদিত অভিভাবকের নিকট হতে শিশু গ্রহণ এবং প্রস্থানের সময় উক্ত অভিভাবক বা অভিভাবক কর্তৃক অনুমোদিত অভিভাবকের নিকট শিশু হস্তান্তর নিশ্চিত করতে হবে।
	ধারা-১২(৩)	শিশু ভর্তির সময় পিতা-মাতা ও অনুমোদিত অভিভাবকের নাম, বাসার ঠিকানা, কর্মস্থলের ঠিকানা, সচল মোবাইল নম্বর ও ছবিসহ যাবতীয় তথ্য নির্ধারিত পদ্ধতিতে সংরক্ষণ করতে হবে।
	ধারা-১২(৬)	শিশুর নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে, প্রয়োজনে, প্রবেশপথে মেটাল ডিটেক্টর বা আর্চওয়ে, প্রবেশপথ, গুরুত্বপূর্ণ স্থান, কেন্দ্রের চারপাশ ও প্রয়োজনীয় স্থানে দীর্ঘসময়ের ভিডিও চিত্র ধারণের ক্ষমতাসম্পন্ন উচ্চ মানসম্পন্ন নাইট ভিশন ক্লোজ সার্কিট ক্যামেরা বা অনুরূপ ইলেক্ট্রনিক যন্ত্র স্থাপন করতে হবে।
	ধারা-১৬	অভিভাবকের সাথে প্রতি তিন মাসে অন্তত একবার মতবিনিময় সভার আয়োজন করতে হবে।
	ধারা-২২	যদি কোনো ব্যক্তি কোনো কেন্দ্রে - ক) সংক্রামক রোগের বিস্তার ঘটান বা বিস্তার ঘটিতে সহায়তা করেন, বা জ্ঞাত থাকা সত্ত্বেও সংক্রামক রোগ বিষয়ে প্রতিরোধ ও প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ না করেন অথবা উক্ত কেন্দ্রে আগত শিশুর অভিভাবকের নিকট সংক্রমনের ঝুঁকির বিষয়টি গোপন করেন, তাহা হইলে উক্ত ব্যক্তির অনুরূপ কার্য হইবে একটি অপরাধ। খ) সংক্রামক রোগের সংক্রমণ সম্পর্কে যথাযথ তথ্য জ্ঞাত থাকা সত্ত্বেও ইচ্ছাকৃতভাবে মিথ্যা বা ভুল তথ্য প্রদান করেন, তাহা হইলে উক্ত কার্য হইবে একটি অপরাধ।
	ধারা-২৩	কোনো কেন্দ্রে শিশুর জীবন বা নিরাপত্তা বিপন্ন হইতে পারে এইরূপ কোনো কার্য সংঘটন করিলে উহা হইবে একটি অপরাধ।

২. উদ্দেশ্য

এই নির্দেশিকার মূল উদ্দেশ্য হলো শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্রে

ক) শিশুর অধিকার, নিরাপত্তা ও সুরক্ষা সম্পর্কে স্টেকহোল্ডারদের (শিশু, অভিভাবক, কর্মচারি ও কেন্দ্র কর্তৃপক্ষ) মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি এবং সক্ষমতা তৈরি করা;

খ) শিশু অধিকার প্রয়োগ নিশ্চিত করা;

গ) শিশুর নিরাপত্তা ও সুরক্ষার ঝুঁকি বা হুমকি চিহ্নিত করা;

ঘ) শিশুর নিরাপত্তা ও সুরক্ষার ঝুঁকি প্রশমনে ব্যবস্থা গ্রহণ করা এবং

ঙ) শিশুর অধিকার, নিরাপত্তা ও সুরক্ষা বিষয়ক পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে সহায়তা করা।

৩. সংজ্ঞা

৩.১ শিশু অধিকার

বিষয় ও প্রসঙ্গের পরিপন্থি কোনো কিছু না থাকলে এ নির্দেশিকায় "শিশু অধিকার" বলতে- জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদ-১৯৮৯, জাতীয় শিশু নীতি-২০১১, শিশুর প্রারম্ভিক যত্ন ও বিকাশের সমন্বিত নীতি-২০১৩, শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র আইন-২০২১ সহ দেশের প্রচলিত আইনসমূহে বর্ণিত অধিকারসমূহের মধ্যে প্রারম্ভিক শৈশব ও শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্রের জন্য প্রযোজ্য অধিকারগুলিকে বোঝানো হয়েছে।

৩.২ শিশু নিরাপত্তা

বিষয় ও প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোনো কিছু না থাকলে এ নির্দেশিকায় "শিশু নিরাপত্তা" বলতে- শিশুকে শারীরিক ও মানসিক উভয় ধরণের ক্ষতি হতে রক্ষা করাকে বোঝানো হয়েছে।

৩.৩ শিশু সুরক্ষা

বিষয় ও প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোনো কিছু না থাকলে এ নির্দেশিকায় "শিশু সুরক্ষা" বলতে- শিশুর শারীরিক ও মানসিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করার প্রয়োজনীয় সব ধরনের পদক্ষেপ গ্রহনের পুরো প্রক্রিয়াকে বোঝানো হয়েছে।

৪. শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্রে শিশু অধিকার প্রয়োগ

জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদে শিশুর সকল অধিকার সংরক্ষণের কথা বলা হয়েছে। তবে উক্ত সনদে কিছু সুনির্দিষ্ট অধিকার আছে যা সরাসরি দিবাযত্ন কেন্দ্রগুলিকে শিশুর প্রারম্ভিক বিকাশের সর্বোত্তম স্থান হিসেবে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে থাকে। এছাড়া "শিশুর প্রারম্ভিক যত্ন ও বিকাশের সমন্বিত নীতি ২০১৩"-এ সকল শিশুকে সমান গুরুত্বের সাথে পূর্ণ যত্ন, নিরাপত্তা, মর্যাদা ও স্নেহ-ভালোবাসায় লালন-পালন করা এবং তাদের জীবন বিকাশের শক্ত ভীত নির্মাণ করার কথা উল্লেখ রয়েছে। তাই শিশু অধিকার সনদের অধিকারগুলিকে ৪টি মূলনীতিতে বিন্যস্ত করে তা দিবাযত্ন কেন্দ্রে অনুশীলন করার মধ্য দিয়ে শিশুর অধিকারসমূহ রক্ষা করার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে যেন দায়িত্বে নিয়োজিত কর্মীরা শিশুর যত্নের অন্তরায় বা বাঁধাগুলিকে দূর করতে পারে। মূলনীতিগুলি নিম্নরূপঃ

৪.১ শিশুর যত্নে বৈষম্য নিরসন

জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদের আর্টিকেল-২ এ শিশুদের মধ্যে বৈষম্য নিরসনের উদ্দেশ্যে শিশুর সমতার কথা বলা হয়েছে। দিবাযত্ন কেন্দ্রে শিশুর বৈষম্য নিরসনে নিম্নলিখিত কার্যক্রম পরিচালনা করতে হবে :

- ক) ছেলে-মেয়ে বা ধনী-গরীব সকল শিশুকে সমান সুযোগ ও সেবা প্রদান;
- খ) শিশুদের একই ধরনের পোশাক পরিধান;
- গ) বয়স উপযোগী খাবার সরবরাহ;
- ঘ) দলীয় খেলা ও কার্যক্রমে সকল শিশুকে একত্রিত হয়ে অংশগ্রহণের জন্য উৎসাহ প্রদান এবং
- ঙ) সকল শিশুর ভালো লাগা, খারাপ লাগা ও পছন্দকে সমানভাবে গুরুত্ব দেওয়া।

৪.২ শিশুর যত্নে শিশুর স্বার্থ সংরক্ষণ

শিশু বিকাশের সর্বোত্তম স্থান হিসেবে শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্রসমূহে পরিচর্যা প্রদানের ক্ষেত্রে শিশুর স্বার্থ সংরক্ষণে নিম্নলিখিত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে:

- ক) শিশুর মৌলিক চাহিদাগুলি (স্বাস্থ্য, পুষ্টি, সুরক্ষা, বৃদ্ধি ও বিকাশ) পূরনের লক্ষ্যে 'শিশুর প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা নির্দেশিকা', 'শিশুর খাদ্য ও পুষ্টি নির্দেশিকা', 'শিশুর শারীরিক বিকাশ ও শারীরিক বিকাশমূলক কার্যক্রমের নির্দেশিকা', 'মানসিক বিকাশ ও মানসিক স্বাস্থ্যসেবা নির্দেশিকা', 'শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্রে সংক্রামক রোগ প্রতিরোধ নির্দেশিকা' প্রভৃতি গাইডলাইনগুলি যথাযথভাবে অনুসরণ করে ব্যবস্থা গ্রহণ;
- খ) শিশুর জন্য অনুকূল পরিবেশ তৈরি;
- গ) জন্মনিবন্ধন ও নির্ধারিত বয়সে শিশুর সকল টিকা নিশ্চিতকরণে অভিভাবকদের সচেতন করা;

ঘ) শিশুর স্বাস্থ্য, শারীরিক বৃদ্ধি ও মানসিক বিকাশ পর্যবেক্ষণ;
ঙ) শিশুর শারীরিক বৃদ্ধি অব্যাহত রাখতে কেন্দ্রের শারীরিক কার্যক্রমের রুটিন অনুযায়ী নিয়মিত শরীরচর্চা;
চ) শিশুর পর্যাপ্ত ঘুম ও বিশ্রামের জন্য শান্ত পরিবেশ তৈরি;
ছ) সংবেদনশীল যত্নের ক্ষেত্রে শিশুর গোপনীয়তা বজায় রাখা;
জ) মাতৃদুগ্ধপানকারী শিশুদের জন্য ব্রেস্ট-ফিডিং কর্ণার এর ব্যবস্থা করা এবং
ঝ) জরুরি চিকিৎসা সেবা প্রদান ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ।

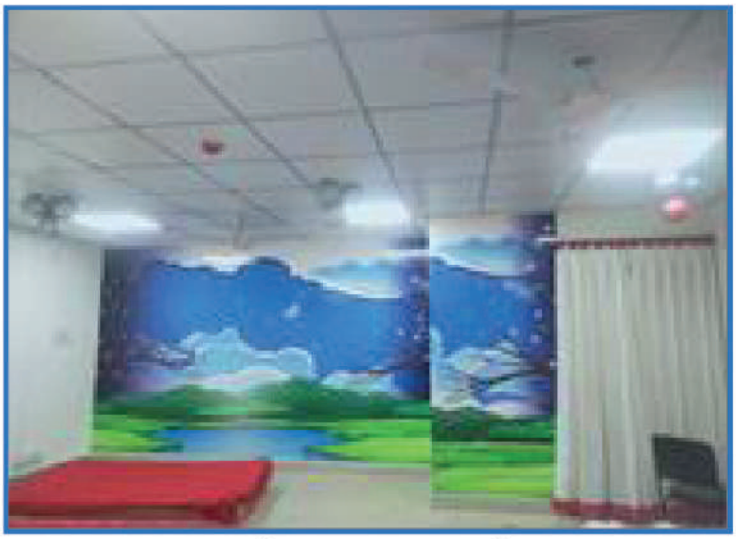
ঘুম ও বিশ্রামের জন্য শান্ত পরিবেশ

ব্রেস্ট-ফিডিং কর্ণার

৪.৩ শিশুর যত্নে প্রারম্ভিক বিকাশের অধিকার প্রয়োগ

শিশুর প্রারম্ভিক বিকাশ নিশ্চিত করা শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্রের দৈনন্দিন কার্যক্রমের একটি অন্যতম লক্ষ্য। শিশুর প্রাক-প্রারম্ভিক বিকাশ নিশ্চিতকরণে শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্রে নিম্নলিখিত পদক্ষেপগুলি গ্রহণ করতে হবে:

ক) প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সেবা প্রদানকারীদের দ্বারা প্রতিটি শিশুর পরিপূর্ণ যত্ন নিশ্চিতকরণ;
খ) শিশুর স্বাস্থ্য ও পুষ্টি নিশ্চিত করার জন্য আনন্দঘন পরিবেশে সুষম খাবার পরিবেশন;
গ) প্রারম্ভিক শিক্ষার যথাযথ পরিকল্পনার মাধ্যমে শিশুর প্রাক-প্রারম্ভিক শিক্ষার গুণগত মান নিশ্চিতকরণ;
ঘ) শিশুর প্রারম্ভিক বিকাশের সর্বাধিক মান নিশ্চিতকরণের জন্য বয়স অনুযায়ী খেলাধুলা ও বিশ্রামের ব্যবস্থা;
ঙ) মানসম্মত উপকরণ সরবরাহ করা;
চ) 'শিশুর মানসিক বিকাশ ও মানসিক স্বাস্থ্যসেবা' নির্দেশিকা অনুসরণ করে শিশুর অস্বাভাবিক আচরণ পর্যবেক্ষণ ও যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ;
ছ) শিশুকে সকল প্রকার অবহেলা, অপব্যবহার, শারীরিক বা মানসিক আঘাত এবং যৌন হয়রানি থেকে সুরক্ষা প্রদান;
জ) সৃজনশীল শিখন অভিজ্ঞতার সুযোগ ও পরিবেশ তৈরীর মাধ্যমে শিশুর ব্যক্তিত্ব, প্রতিভা, মানসিক বিকাশ এবং শারীরিক সুস্থতার সর্বোচ্চ বিকাশ নিশ্চিতকরণ।

প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত যত্নকর্মীদের দ্বারা শিশুর যত্ন

বয়স উপযোগী খেলাধুলা

সৃজনশীল শিখন পরিবেশ

৪.৪ শিশুর যত্নে পিতামাতা বা অভিভাবকের অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণ

প্রতিটি শিশু সুস্থ ও সুন্দরভাবে বেড়ে উঠার ক্ষেত্রে তাদের পিতামাতার ভূমিকা সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ। তাই শিশুর পরিপূর্ণ যত্নে পিতামাতা বা অভিভাবকের অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণে নিম্নলিখিত পদক্ষেপগুলি গ্রহণ করতে হবে:

ক) শিশু অধিকার প্রয়োগের ব্যবস্থাগুলি সম্পর্কে শিশুর পিতা-মাতাকে নিয়মিত অবহিতকরণ এবং অভিভাবকের মতামত গ্রহণ;

খ) শিশুর পিতামাতার মতামতকে সর্বাপেক্ষা গুরুত্ব প্রদানের উদ্দেশ্যে শিশুর অধিকার, নিরাপত্তা ও সুরক্ষা মনিটরিং কমিটি গঠন ও "অভিভাবক প্রতিনিধি" নির্বাচন এবং

গ) শিশুদের দৈনন্দিন কার্যক্রম এবং তাদের স্বাভাবিক বিকাশ সংক্রান্ত বিষয়গুলির উপর মতামত প্রদানের জন্য প্রতি তিন (৩) মাস অন্তর প্যারেন্টস মিটিং বা অভিভাবক সভার আয়োজন।

অভিভাবক সভা

৫. শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্রের নিরাপত্তা ব্যবস্থা

নিরাপত্তা বলতে শান্তিপূর্ণ ও নিরাপদ পরিবেশকে বোঝায়। একটি শিশু যখন দিবাযত্ন কেন্দ্রে শারীরিক ও মানসিক উভয় ক্ষেত্রেই শঙ্কামুক্ত থাকে, তখনই বলা যায় শিশুটি সম্পূর্ণভাবে নিরাপদ পরিবেশে রয়েছে। শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্রে শিশুর নিরাপত্তার বিষয়টিকে সর্বাপেক্ষা গুরুত্ব প্রদান করে দিবাযত্ন কেন্দ্রের কার্যক্রমগুলি পরিচালনা করা আবশ্যক। তাই শিশুর নিরাপত্তা ব্যবস্থা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে "শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র আইন, ২০২১" এর ধারা-২৩ এ বলা হয়েছে, 'কোনো কেন্দ্রে শিশুর নিরাপত্তা বিপন্ন হইতে পারে এইরূপ কোনো কার্য সংঘটিত হইলে উহা হইবে একটি অপরাধ, তজ্জন্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি অনূর্ধ্ব ২ (দুই) বৎসর কারাদন্ডে বা অনূর্ধ্ব ২ (দুই) লক্ষ টাকা অর্থ দন্ডে বা উভয় দন্ডে দন্ডিত হইবেন'। শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্রে অবস্থানরত শিশুদের নিরাপত্তা ব্যবস্থায় সুস্থ জীবনধারা ও কর্মীদের নিরাপদ কর্মক্ষেত্র সুনিশ্চিত করা অত্যাবশ্যক। কাজেই প্রতিটি শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্রে অবস্থানরত শিশুদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার সুনির্দিষ্ট দিক নির্দেশনা, নীতিমালা ও কার্যকর ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে হবে যেন শিশুরা দিবাযত্ন কেন্দ্রে বিভিন্ন ধরনের হুমকির পরিসর থেকে শারীরিক, মানসিক এবং আচরণগতভাবে নিরাপদ থাকে। তাই কেন্দ্রের শিশুদের সর্বোচ্চ নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে কর্মী (স্থায়ী ও অস্থায়ী) নিয়োগের ক্ষেত্রে তাদের সকল তথ্য পুলিশ ভেরিফিকেশনের মাধ্যমে যাচাই-বাছাই করে নিয়োগ প্রদান করতে হবে এবং পূর্ণাঙ্গ ঠিকানাসহ তাদের যাবতীয় কাগজপত্র হালনাগাদ ও ছবি কেন্দ্রে সংরক্ষণ করতে হবে।

৫.১ শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্রে শিশুর নিরাপত্তার সম্ভাব্য ঝুঁকিসমূহ

শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্রে দৈনন্দিন কার্যক্রমের ক্ষেত্রে শিশুরা শারীরিক ও মানসিক উভয়ভাবেই বিভিন্ন ধরণের ঝুঁকির সম্মুখীন হতে পারে। তাই শিশুর নিরাপত্তা ব্যবস্থায় কেন্দ্রে শিশুর জন্য সকল ধরণের সম্ভাব্য ঝুঁকিসমূহ চিহ্নিত করে তা নির্মূল করতে হবে। দিবাযত্ন কেন্দ্রে শিশুর জন্য সম্ভাব্য ঝুঁকিসমূহ নিম্নরূপ-

শারীরিক ঝুঁকিসমূহ	মানসিক ঝুঁকিসমূহ
ক) আকস্মিকভাবে শিশু গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়া; খ) বৈদ্যুতিক শক লাগা; গ) শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্রে আকস্মিক আগুন লেগে যাওয়া; ঘ) সিঁড়ি থেকে পড়ে যাওয়া; ঙ) ধারালো বস্তু দ্বারা আহত হওয়া; চ) জানালার গ্রীল বা কোনো কিছু বেয়ে ওঠা; ছ) পানিজনিত দূর্ঘটনা; জ) মশা ও অন্যান্য পোকামাকড়ের উপদ্রব; ঝ) সংক্রমণের ঝুঁকি; ঞ) শরীরের কোনো স্পর্শকাতর স্থানে অপ্রয়োজনে স্পর্শ করা। যেমন গালে-মুখে টিপে দেওয়া, মাথায় টোকা দেওয়া; ট) বিপজ্জনক রাসায়নিক দ্রব্য বা ঔষধপত্র সেবন; ঠ) শিশুরা নিজেদের মধ্যে মারামারি করা এবং ড) মেঝেতে বা দেওয়ালে আঘাতপ্রাপ্ত হওয়া।	ক) শিশুকে উপেক্ষা, তিরষ্কার বা উপহাস করা; খ) এক শিশুর সাথে অন্য শিশুর তুলনা করা; গ) কঠোর আচরণ বা নিপীড়ণমূলক শাস্তির ব্যবস্থা; ঘ) শিশুর উপর অযাচিত কিছু চাপিয়ে দেয়া; ঙ) গালি-গালাজ করা বা বকা দেয়া; চ) ব্যঙ্গ করা বা বিকৃত নামে ডাকা; ছ) শিশু নিখোঁজ হওয়া; জ) মৌলিক চাহিদা পূরণ না করা; ঝ) শিশুর সাথে বৈষম্যমূলক (শ্রেনী বৈষম্য, জেন্ডারভিত্তিক অসমতা) আচরণ করা; ঞ) শিশু রুমের ভিতর একা থাকা অবস্থায় দরজা লক হয়ে যাওয়া এবং ট) আতঙ্ক সৃষ্টিকারী প্রাকৃতিক দূর্যোগ (আকস্মিক ঝড়, ভূমিকম্প ইত্যাদি)।

শারীরিক ঝুঁকি

মানসিক ঝুঁকি

৫.২ ঝুঁকি নিরসনে করণীয়

শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্রে শিশুর সার্বিক নিরাপত্তা প্রদানের জন্য সকল ধরণের ঝুঁকিসমূহ চিহ্নিত করে তা নিরসন করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাই শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্রে সম্ভাব্য ঝুঁকিসমূহ নিরসনের জন্য নিম্নলিখিত পদক্ষেপসমূহ গ্রহণ করতে হবে:

শারীরিক ঝুঁকি নিরসনে করণীয়	মানসিক ঝুঁকি নিরসনে করণীয়
ক) নিয়মিত শিশুর স্বাস্থ্য পর্যবেক্ষণ ও প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করা; খ) নিরাপত্তা প্রহরী দ্বারা কেন্দ্রের শিশুদের সার্বক্ষনিক নজরদারীতে রাখা; গ) অগ্নি-নির্বাপক যন্ত্র, বৈদ্যুতিক সুইচ, ধারালো বস্তু, বিপজ্জনক রাসায়নিক দ্রব্য এবং ঔষধ-পত্র শিশুদের নাগালের বাহিরে রাখা; ঘ) সিঁড়িতে রেলিং এর ব্যবস্থা রাখা এবং উঠা-নামার সময় শিশুর সাথে একজন যত্নকারী নিয়োজিত রাখা; ঙ) প্রয়োজন ব্যতীত সর্বদা টয়লেটের দরজা বন্ধ রাখা ও পানিপূর্ণ যেকোন পাত্র শিশুর নাগালের বাহিরে রাখা; চ) নিরাপদ বৈদ্যুতিক সুইচ, সকেট বা বিদ্যুৎ সঞ্চালন লাইন এর ব্যবহার নিশ্চিত করা; ছ) শিশুর আগমন ও প্রস্থান এর মধ্যবর্তী সময়ে প্রধান প্রবেশদ্বার বন্ধ রাখা; জ) শিশুবান্ধব ও বয়স উপযোগী মসৃণ ও স্থিতিশীল আসবাবপত্রের ব্যবস্থা করা; ঝ) অফিস কক্ষ বা অন্যান্য কক্ষে শিশু যেন একা লক হয়ে না যায় সেদিকে সজাগ থাকা এবং ঞ) দৈনিক ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যবিধি অনুশীলন করা।	ক) শিশুর সাথে শিশুসুলভ আচরণ করা ও কেন্দ্রে শিশু বান্ধব অনুকূল পরিবেশ নিশ্চিত করা; খ) শিশুর মৌলিক চাহিদা পূরনের সব ব্যবস্থা গ্রহণ করা; গ) শিশুর সাথে নিরাপদ বন্ধন তৈরী এবং কেন্দ্রের সকল কর্মীর মধ্যে পারস্পরিক সুসম্পর্ক বজায় রাখা; ঘ) শিশুর সাথে বৈষম্যমূলক ও অসম্মানজনক আচরণ, মৌখিকভাবে তিরস্কার বা উপহাস করা, শারীরিক ও মানসিক শাস্তি প্রদান থেকে বিরত থাকা; ঙ) এক শিশুর সাথে অন্য শিশুর তুলনা এবং শিশুকে অযাচিতভাবে আদর করা বা জড়িয়ে ধরা থেকে বিরত থাকা; চ) শিশুর প্রতি মনযোগী ও সহমর্মী হওয়া এবং তাদের ভাল লাগা ও খারাপ লাগাকে সম্মান ও গুরুত্ব প্রদান; ছ) কোনরূপ ভীতিকর পরিস্থিতিতে শিশুকে পাশে থেকে আশ্বস্ত করা; জ) সংবেদনশীল যত্নের ক্ষেত্রে (পোশাক ও ডায়াপার পরিবর্তন, গোসল করা বা পরিপাটি হওয়া) শিশুদের গোপনীয়তা বজায় রাখা এবং ঝ) সিসি ক্যামেরা দ্বারা সার্বক্ষণিক নজরদারী নিশ্চিত করা।

৬. শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্রের সুরক্ষা ব্যবস্থা

শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্রে যে কোনো ধরনের বিপদের বিরুদ্ধে নেওয়া সতর্কতামূলক ব্যবস্থাই হলো সুরক্ষা ব্যবস্থা। অর্থাৎ সুরক্ষা হলো সেই প্রতিরোধ ব্যবস্থা যা নিরাপত্তা বেষ্টনী হিসেবে কাজ করে। পরিশিষ্ট 'ক' তে বর্ণিত দৈনন্দিন নিরাপত্তা ও সুরক্ষা চেকলিষ্ট অনুযায়ী প্রয়োজনীয় চাহিদা নিশ্চিতসহ শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্রের সুরক্ষা ব্যবস্থা নিম্নলিখিত ৪টি ধাপে বাস্তবায়ন করতে হবে:

৬.১ সুরক্ষা বাস্তবায়নে গৃহীত পদক্ষেপ

ক) কর্মী ও প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম পর্যাপ্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে হবে;
খ) কেন্দ্রে প্রবেশের ক্ষেত্রে প্রতিটি কর্মী ও শিশুর সুস্থতা নিশ্চিত করতে হবে;
গ) প্রতিটি শিশুর টিকা কার্ড সংরক্ষণ ও টিকাদান মনিটরিং করতে হবে;
ঘ) প্রবেশদ্বারে ডেস্ক স্থাপন এবং প্রশিক্ষিত নিরাপত্তা প্রহরী দ্বারা অননুমোদিত প্রবেশকারীদের অবাধ যাতায়াত নিয়ন্ত্রণ করতে হবে;
ঙ) প্রবেশ অঞ্চল শক্তিশালী বা যথোপযুক্ত করা ও সি সি ক্যামেরা দ্বারা কেন্দ্রের সকল কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণ ও তদারকি করতে হবে, প্রয়োজনে এক্সেস কন্ট্রোল এর ব্যবস্থা রাখতে হবে;
চ) সুরক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে সকল কর্মীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করতে হবে। শিশুদের প্রারম্ভিক শিক্ষা প্রদানের সময় গল্পের মাধ্যমে শিশুদের এ বিষয়ে ধারণা দিতে হবে;
ছ) জরুরি বহির্গমণের পথ চিহ্নিতকরণ ও সর্বদা ব্যবহার উপযোগী রাখতে হবে;
জ) অগ্নি নির্বাপক যন্ত্র স্থাপন এবং ফায়ার অ্যালার্ম সিস্টেম সচল রাখতে হবে;
ঝ) শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্রের প্রাঙ্গন ও চারপাশ সর্বদা পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে এবং প্রতিটি জানালা ইনসেক্ট নেট দ্বারা সুরক্ষিত রাখতে হবে;

ঞ) অভ্যন্তরীণ বায়ু দূষণ প্রতিরোধের জন্য নিষ্কাশন ফ্যান (Exhaust Fan) স্থাপন এবং যথাযথ ভেন্টিলেশনের ব্যবস্থা রাখতে হবে;

ট) নিরাপদ পানি সরবরাহের জন্য যথোপযুক্ত ফিল্টার স্থাপন করতে হবে;

ঠ) গুরুত্বপূর্ণ সরঞ্জামের তালিকা তৈরী করে দৃশ্যমান স্থানে (শিশুদের নাগালের বাহিরে) রাখতে হবে;

ড) জরুরি চিকিৎসা সেবার জন্য ফার্স্ট-এইড সরঞ্জাম হাতের নাগালের মধ্যে রাখতে হবে এবং প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম হালনাগাদ হতে হবে;

ঢ) পর্যাপ্ত পরিমাণে সাবান, টিস্যু, পরিষ্কারক ও জীবাণুনাশক সামগ্রী সরবরাহ নিশ্চিত করতে হবে;

ণ) কেন্দ্রের প্রতিটি দেয়াল, মেঝে, সিলিং, আসবাবপত্র, শিশুদের খেলনা এবং ব্যবহার্য সকল জিনিসপত্র নিয়মিত পরিষ্কার ও জীবাণুমুক্ত করতে হবে;

ত) শিশুদের স্বাস্থ্য ও বয়স উপযোগী খেলনা ও আসবাবপত্র দ্বারা শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র সাজানো এবং উন্মুক্ত ও নিরাপদ খেলার জায়গাসহ শিশুদের বয়স উপযোগী খেলার ব্যবস্থা করতে হবে;

থ) নিয়মিত শিশু গ্রহণ ও প্রস্থান রেজিস্টার রক্ষণাবেক্ষণ করতে হবে;

দ) নিবন্ধিত অভিভাবকদের নমুনা অনুযায়ী অনুমোদন কার্ড (পরিশিষ্ট - খ) প্রদান করতে হবে এবং শিশুকে গ্রহনের সময় আবশ্যিকভাবে অনুমোদন কার্ড প্রদর্শন করতে হবে;

ধ) শিশু গ্রহণ-প্রস্থানের ক্ষেত্রে প্রবেশদ্বারে দায়িত্বরত কর্মী (কর্মী পরিবর্তনের কারণে) শিশুর অভিভাবক এর সাথে পরিচিত না হলে সেক্ষেত্রে অভিভাবককে আবশ্যিকভাবে অনুমোদন কার্ড প্রদর্শন নিশ্চিত করতে হবে;

ন) যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট হতে পূর্ব অনুমতি ব্যতিরেকে কাউকে শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র পরিদর্শনের অনুমতি প্রদান করা যাবেনা এবং পরিদর্শনের সময় দিবাযত্ন কেন্দ্রের কর্তৃপক্ষের অনুমতি ব্যতীত শিশুকে কোলে নেয়া, ছবি তোলা, ভিডিও ধারণ বা অন্য কোন তথ্য ধারণ করা থেকে বিরত থাকতে হবে;

প) অগ্নিকান্ড, ভূমিকম্প, বৈদ্যুতিক শর্ট সার্কিটসহ যেকোন দূর্ঘটনা ও আকস্মিক দূর্যোগ প্রতিরোধে নিয়মিত মহড়ার আয়োজন করতে হবে এবং

ফ) অগ্নিনির্বাপণ সরঞ্জামের নিয়মিত যাচাই নিশ্চিত করতে হবে।

অগ্নি নির্বাপক যন্ত্র

প্রশিক্ষিত নিরাপত্তা প্রহরী

সি সি ক্যামেরা

৬.২ দূর্ঘটনা ও জরুরি পরিস্থিতি মোকাবেলা

ক) জরুরি পরিস্থিতির মোকাবেলার দায়িত্ব নিতে হবে এবং পরিস্থিতি মূল্যায়ন করতে হবে;

খ) এ ধরনের পরিস্থিতির তথ্য রেকর্ড করতে হবে এবং যথাসময়ে কর্তৃপক্ষকে রিপোর্ট করতে হবে;

গ) প্রয়োজন অনুযায়ী জরুরি সেবা প্রদানকারীর সাথে যোগাযোগ করতে হবে এবং

ঘ) একজন কর্মীর অনুপস্থিতিতে অন্যকে দায়িত্ব অর্পণ করতে হবে।

৬.৩ জরুরি পরিস্থিতির জন্য প্রস্তুতি

ক) আগুন লাগা, গ্যাস সিলিন্ডার শেষ হয়ে যাওয়া, বিদ্যুৎ বিভ্রাট, জরুরি চিকিৎসা, দরজা লক হয়ে যাওয়া ইত্যাদি সম্ভাব্য জরুরি পরিস্থিতি চিহ্নিত করা এবং যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের পরিকল্পনা করা;

খ) Emergency exit এবং ইমার্জেন্সি ইকুয়িপমেন্ট যেমন অগ্নিনির্বাপক যন্ত্র, মেইন সুইচ বোর্ড প্রভৃতি স্থানসমূহ এবং প্রাকৃতিক দূর্যোগ যেমন ভূমিকম্পের সময় আশ্রয় নেওয়ার জন্য সুরক্ষিত স্থান চিহ্নিত করে রাখতে হবে এবং

ক) জরুরি পরিস্থিতি মোকাবেলার জন্য নিকটস্থ থানা, হাসপাতাল, এম্বুলেন্স ও ফায়ার সার্ভিসসহ অভিভাবকের যোগাযোগের নম্বর দৃশ্যমান স্থানে রাখতে হবে এবং তা নিয়মিত হালনাগাদ করতে হবে;

৬.৪ সহিংসতা রোধ করতে গৃহীত ব্যবস্থা

ক) শিশুর সার্বিক পরিচর্যার ক্ষেত্রে বয়স অনুযায়ী শিশুদেরকে ৪টি গ্রুপে বিভক্ত করে প্রতিটি গ্রুপে কমপক্ষে একজন প্রশিক্ষিত সেবা প্রদানকারীর উপস্থিতি নিশ্চিত করতে হবে;

খ) শিশুরা যেন অন্য কোনো শিশু বা ব্যক্তি দ্বারা বুলিং এর শিকার না হয় সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে;

গ) শিশুকে একক, দলীয় বা পারিবারিক কাউন্সেলিং করতে হবে এবং প্রয়োজনে মনোসামাজিক সহায়তাকারীর কাছে প্রাতিষ্ঠানিক সেবাগ্রহণের জন্য অভিভাবককে পরামর্শ প্রদান করতে হবে এবং

ঘ) কেন্দ্রের শিশুদের মধ্যে অসংগত ও ক্ষতিকর আচরণ দেখা গেলে "শিশুর মানসিক বিকাশ ও মানসিক স্বাস্থ্যসেবা নির্দেশিকা" অনুসরণ করে উক্ত শিশু ও অভিভাবককে যথাযথ কাউন্সেলিং এর মাধ্যমে সংশোধনের চেষ্টা করতে হবে এবং আচরণের পরিবর্তন না হলে উক্ত শিশুর ভর্তি বাতিল করতে হবে।

একক কাউন্সেলিং

মনোসামাজিক সহায়তা

৭. শিশু অধিকার, নিরাপত্তা ও সুরক্ষা নিশ্চিতকরণে নিয়োজিত কর্মীদের প্রয়োজনীয় জ্ঞান, দক্ষতা ও ক্ষমতা

শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্রের শিশুদের সার্বিক পরিচর্যার দায়িত্ব থাকে কেন্দ্রে নিয়োজিত কর্মীদের উপর। তাই শিশুর অধিকার রক্ষার্থে এবং নিরাপত্তা ও সুরক্ষা নিশ্চিত করতে শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র ব্যবস্থাপনায় নিয়োজিত কর্মীসহ সংশ্লিষ্ট সকল পরিচর্যাকারীর এ বিষয়ে জ্ঞানীয় ও ব্যবহারিক দক্ষতা অতি প্রয়োজন। কেন্দ্রের একজন কর্মীকে তার পেশায় দক্ষ হিসেবে বিবেচিত হওয়ার জন্য এবং কার্যকর, নিরাপদ ও সঠিকভাবে দায়িত্ব পালনের জন্য প্রয়োজনীয় যে জ্ঞান ও দক্ষতা প্রয়োজন তা সুনির্দিষ্টভাবে নিম্নে দেয়া হলো:

প্রয়োজনীয় জ্ঞান	দক্ষতা ও ক্ষমতা
ক) শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্রের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য; খ) শিশুর অধিকার, নিরাপত্তা ও সুরক্ষা সংক্রান্ত জাতীয় ও আন্তর্জাতিক আইন ও বিধিমালার উল্লেখযোগ্য ধারাসমূহ; গ) পেশাগত ও নৈতিক দায়িত্ব; ঘ) শিশুর শারীরিক ও মানসিক বিকাশ নিশ্চিত করতে "শিশুর মানসিক বিকাশ ও মানসিক স্বাস্থ্যসেবা নির্দেশিকা" সহ সংশ্লিষ্ট সকল নির্দেশিকা; ঙ) কেন্দ্রে বিদ্যমান জরুরি সরঞ্জাম ও সম্পদের অবস্থান যেমন- জরুরি প্রস্থান, জরুরি সরঞ্জাম, ফার্স্ট এইড কিট ইত্যাদি; চ) পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা; ছ) জরুরি যোগাযোগ নম্বর (সহকর্মী, শিশুর অভিভাবক, হাসপাতাল, থানা ও ফায়ার সার্ভিস); জ) শিশুদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা এবং ঝ) নিরাপত্তা ও সুরক্ষা নিশ্চিত করতে সম্ভাব্য সমস্যার প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা।	ক) নীতি ও পদ্ধতি তৈরী এবং বাস্তবায়ন ; খ) সম্ভাব্য বিপদসমূহ নিরসনের ক্ষেত্রে তুলনামূলক কম ও অধিক গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলি চিহ্নিত করে সেই অনুযায়ী পদক্ষেপ গ্রহণ ; গ) জরুরি পরিস্থিতি মূল্যায়ণপূর্বক সঠিক সিদ্ধান্ত ও যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ; ঘ) শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্রের দৈনন্দিন নিরাপত্তা ও সুরক্ষা চেকলিস্ট (পরিশিষ্ট - ক) অনুসরণ করে কেন্দ্রের নিরাপত্তা ও সুরক্ষা ব্যবস্থা নিশ্চিত করা; ঙ) সংশ্লিষ্ট কর্মীদের দাপ্তরিক, ব্যক্তিগত ও পারিবারিক কাজের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখা; চ) কর্মীদের পেশাগত প্রশিক্ষণ প্রদান ও মূল্যায়ণ; ছ) কেন্দ্র ও শিশুর নিরাপত্তা ব্যবস্থা শক্তিশালী করা এবং জ) জরুরি ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি রিপোর্টিং এবং তথ্য সংরক্ষণ।

৮. শিশু অধিকার, নিরাপত্তা ও সুরক্ষা নিশ্চিতকরণ কমিটি

শিশুর উজ্জ্বল ও সুন্দর ভবিষ্যৎ নির্মানের জন্য সুপরিকল্পিত ও সুগঠিত নিরাপদ পরিবেশ প্রয়োজন যা শিশুর সঠিক বৃদ্ধি ও বিকাশে সহায়ক। এজন্য কেন্দ্রগুলিতে শিশুর অধিকার, নিরাপত্তা ও সুরক্ষা সুনিশ্চিত করতে প্রতিটি শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্রের সম্ভাব্য ঝুঁকিসমূহ নিরসনের কার্যক্রমগুলি যথাযথভাবে প্রতিপালন করা হচ্ছে কিনা তা পর্যবেক্ষণের জন্য প্রতিটি কেন্দ্রের জন্য আট সদস্য বিশিষ্ট **"শিশুর অধিকার, নিরাপত্তা ও সুরক্ষা মনিটরিং কমিটি"** গঠন করতে হবে। এছাড়া জরুরি পরিস্থিতিতে দ্রুত সাড়া প্রদানের জন্য প্রতিটি কেন্দ্রে একটি করে **"ইমারজেন্সি রেসপন্স টিম"** থাকবে। ইমারজেন্সি রেসপন্স টিমের প্রতিটি সদস্যকে অবশ্যই যথাযথ প্রশিক্ষণ প্রদান করতে হবে। কমিটির গঠন ও কার্যপরিধি নিম্নরূপ:

৮.১ শিশুর অধিকার, নিরাপত্তা ও সুরক্ষা মনিটরিং কমিটি

মনিটরিং কমিটি (ঢাকাস্থ কেন্দ্র)	মনিটরিং কমিটি (জেলা পর্যায়ের কেন্দ্র)
আহ্বায়ক : প্রকল্প পরিচালক ২০টি শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র স্থাপন প্রকল্প	আহ্বায়ক : জেলা প্রশাসক
সদস্য : শিশু বিশেষজ্ঞ/মেডিকেল অফিসার	সদস্য : শিশু বিশেষজ্ঞ/মেডিকেল অফিসার
সদস্য : গণপূর্ত অধিদপ্তরের প্রতিনিধি	সদস্য : গণপূর্ত অধিদপ্তরের প্রতিনিধি
সদস্য : অফিসার ইন চার্জ, বাংলাদেশ পুলিশ	সদস্য : অফিসার ইন চার্জ, বাংলাদেশ পুলিশ
সদস্য : সংশ্লিষ্ট কেন্দ্রের ২ জন অভিভাবক প্রতিনিধি	সদস্য : সংশ্লিষ্ট কেন্দ্রের ২ জন অভিভাবক প্রতিনিধি
সদস্য : সংশ্লিষ্ট ভবন কর্তৃপক্ষের প্রতিনিধি	সদস্য : সংশ্লিষ্ট ভবন কর্তৃপক্ষের প্রতিনিধি
সদস্য-সচিব : সহকারী পরিচালক/ প্রোগ্রাম অফিসার ২০টি শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র স্থাপন প্রকল্প	সদস্য-সচিব : উপপরিচালক মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর

কমিটির কার্যপরিধি

ক) শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্রে এই নির্দেশিকায় বর্ণিত শিশুর অধিকার, নিরাপত্তা ও সুরক্ষা নিশ্চিতকরণের পদ্ধতি অনুসরণ করা হচ্ছে কিনা তা যাচাই করা;

খ) জরুরি পরিস্থিতি মোকাবেলায় সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে কিনা তা পর্যবেক্ষণ করা;

গ) শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্রে শিশুর নিরাপত্তা ও সুরক্ষা নিশ্চিত করতে কর্মীরা সতর্ক কিনা এবং তারা তাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করছে কিনা তা যাচাই করা;

ঘ) অভিভাবকদের শিশুর অধিকার, নিরাপত্তা ও সুরক্ষা নিশ্চিতকরণ ব্যবস্থা সম্পর্কে নিয়মিত অবহিত করা হয় কিনা, এ সম্পর্কিত কোন অভিযোগ ও মতামত গ্রহণ করা হয় কিনা এবং নিয়মিত অভিভাবক সভার আয়োজন করে তা নথিভূক্ত করা হয় কিনা তা যাচাই করা;

ঙ) শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্রের ঝুঁকিগুলি চিহ্নিত করা যেমন শারীরিক ঝুঁকি, শিক্ষকের পাঠদান/শিক্ষাদান পদ্ধতি সঠিক কিনা যা শিশুদের ক্ষতির কারণ হতে পারে;

চ) কেন্দ্রের নিরাপত্তা পরিকল্পনা যেমন খাবার পানি বিশুদ্ধ কিনা, দৈনন্দিন রুটিন অনুযায়ী খাবার প্রদান করা হচ্ছে কিনা, আসবাবপত্র মসৃন ও শিশুবান্ধব কিনা তা পর্যবেক্ষণ করা;

ছ) সকল কর্মীর আচরণবিধি ও মনোভাব পর্যবেক্ষণ করা;

জ) অগ্নি নির্বাপক যন্ত্র, বৈদ্যুতিক সংযোগ ত্রুটিমুক্ত আছে কিনা তা পর্যবেক্ষণ করা;

ঝ) দৈনিক নিরাপত্তা চেকলিস্ট নথিভূক্ত করা হচ্ছে কিনা তা পর্যবেক্ষণ করা;

ঞ) নিরাপত্তা রিপোর্টিং এর সত্যতা যাচাই করা;

ট) কেন্দ্রের নিরাপত্তা ও সুরক্ষা সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয় পর্যালোচনা করা এবং প্রতি ৩ মাস অন্তর একটি সভার আয়োজন করা।

৮.২ ইমারজেন্সি রেসপন্স টিম

নিম্নলিখিত কর্মচারীদের নিয়ে প্রতিটি শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্রে একটি করে ইমারজেন্সি রেসপন্স টিম গঠিত হবে:

ক) ডে-কেয়ার অফিসার

খ) স্বাস্থ্য শিক্ষিকা/ শিক্ষিকা - ১ (এক) জন

গ) প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত পরিচর্যাকারী - ১ (এক) জন

ঘ) প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত নিরাপত্তা প্রহরী - ১ (এক) জন

ঙ) প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত পরিচ্ছন্নতা কর্মী

টিমের কার্যপরিধি

ক) দূর্ঘটনা বা আঘাতপ্রাপ্ত শিশুকে দ্রুত প্রয়োজনীয় জরুরি প্রাথমিক চিকিৎসা সেবা প্রদান;

খ) দূর্ঘটনার সাথে সাথে অভিভাবককে অবহিত করা এবং শিশুকে প্রদেয় প্রাথমিক চিকিৎসার যাবতীয় তথ্য প্রদান করা;

গ) যে ধরনের দূর্ঘটনা বা আঘাতের জন্য পেশাদার চিকিৎসক এবং এম্বুলেন্সের প্রয়োজন হয় সেরকম পরিস্থিতির বিষয়ে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে তাৎক্ষণিক রিপোর্ট করা;

ঘ) নিরাপত্তা ও সুরক্ষা সংক্রান্ত অপরাধ ও সন্দেহজনক পরিস্থিতি, অপব্যবহার, শিশু নির্যাতন বা অবহেলা ইত্যাদি ঘটলে তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা গ্রহণ, তথ্য সংরক্ষণ এবং সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে রিপোর্ট করা।

পরিশিষ্ট-'ক'

শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্রের দৈনন্দিন নিরাপত্তা ও সুরক্ষা চেকলিস্ট

প্রয়োজনীয় চাহিদাসমূহ	হ্যাঁ /না	তাৎক্ষণিক গ্রহণযোগ্য পদক্ষেপ	উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে সম্পৃক্ত করা প্রয়োজন	গৃহীত পদক্ষেপ
১. অগ্নিনির্বাপক যন্ত্র ব্যবহার সম্পর্কে সকল কর্মী প্রশিক্ষিত কিনা?				
২. ফায়ার অ্যালার্মের ব্যবস্থা ত্রুটিমুক্ত রয়েছে কিনা?				
৩. সিসি টিভি ক্যামেরা ত্রুটিমুক্ত আছে কিনা?				
৪. যে সকল বৈদ্যুতিক আউটলেট শিশুদের নাগালের মধ্যে রয়েছে সেগুলি নিরাপত্তা বেষ্টনী দ্বারা আবৃত এবং বৈদ্যুতিক তারগুলি ত্রুটিমুক্ত ও শিশুদের কাছ থেকে নিরাপদ দূরত্বে আছে কিনা?				
৫. শিশু ও স্টাফদের জন্য পর্যাপ্ত ফার্স্ট এইড ব্যবস্থা রয়েছে কিনা?				
৬. জরুরি বহিরাগমন ব্যবস্থা রয়েছে কিনা এবং তা চিহ্নিত করা রয়েছে কিনা?				
৭. কেন্দ্রে সার্বক্ষনিক নিরাপদ পানীয় জলের ব্যবস্থা রয়েছে কিনা?				
৮. কেন্দ্রের লিফট, সিঁড়ি এবং হ্যান্ড রেলিং সুরক্ষিত অবস্থায় আছে কিনা?				
৯. শিশুদের ব্যবহৃত টেবিল, চেয়ার ও আসবাবপত্র মসৃণ ও স্থিতিশীল রয়েছে কিনা?				
১০. সকল ধরণের রাসায়নিক দ্রব্য বা পরিষ্কারক সামগ্রীসমূহ (কীটনাশক, লাইজল, হারপিক, ফিনাইল. ব্লিচিং পাউডার ইত্যাদি) শিশুদের নাগালের বাহিরে রাখা আছে কিনা?				
১১. রেজিস্টারে শিশুর গ্রহণ ও প্রস্থান এর নিয়মিত রেকর্ড রাখা হচ্ছে কিনা?				
১২. প্রতিটি শিশুকে কেন্দ্রে দেওয়া ও নেওয়ায় নিয়োজিত ব্যক্তিদের ফটো আইডি ও ফোন নম্বরসহ তালিকা রয়েছে কিনা?				
১৩. প্রত্যেক কর্মী এবং শিশুরা নির্দিষ্ট পোশাক পরিধান করছে কিনা?				
১৪. শিশু পরিচর্যার সময় কর্মীদের শরীরে অলংকার বা পিন রয়েছে কিনা?				
১৫. প্রত্যেক কর্মী সুস্থ আছে কিনা?				
১৬. দৈনন্দিন রুটিন অনুযায়ী শারীরিক কার্যক্রম ও স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণ করছে কিনা?				
১৭. সরবরাহকৃত শিশু খাদ্যসামগ্রী সতেজ কিনা, শিশুদের খাবার সঠিকভাবে রান্না হচ্ছে কিনা এবং শিশুরা খাদ্য তালিকা অনুযায়ী সঠিকভাবে খাবার পাচ্ছে কিনা?				
১৮. Emergency exit সহ ইমারজেন্সী ইকুয়িপমেন্ট যেমন-,অগ্নিনির্বাপক যন্ত্র, মেইন সুইচ বোর্ড প্রভৃতির স্থান চিহ্নিত করা আছে কিনা?				
১৯. কেন্দ্রের সব কয়টি প্রবেশদ্বার ঠিকমত লক করা আছে কিনা?				
২০. কর্মীরা দাপ্তরিক, ব্যক্তিগত ও পারিবারিক কাজের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখতে পারছে কিনা?				
২১. জরুরি প্রয়োজনে নিকটস্থ থানা, হাসপাতাল, এম্বুলেন্স ও ফায়ার সার্ভিসের যোগাযোগের নম্বর দৃশ্যমান স্থানে রাখা হয়েছে কিনা এবং নিয়মিত হালনাগাদ করা হয় কিনা?				
২২. কেন্দ্রের সকল স্থান পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা হয় কিনা?				
২৩. কেন্দ্রের সকল আসবাব, বিছানাপত্র ও খেলনাসামগ্রী জীবাণুমুক্ত ও নিরাপদ রাখা হয় কিনা?				

পরিশিষ্ট-‘খ’

শিশুকে কেন্দ্রে আনা-নেওয়ার জন্য নিবন্ধিত অভিভাবকের অনুমোদন কার্ডের নমুনা

২০টি শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র স্থাপন প্রকল্প

শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র

কেন্দ্রের নাম ---------------

অনুমোদন কার্ড

শিশুর ছবি

শিশুর নাম :

শিশুর জন্ম তারিখ :

জরুরি যোগাযোগের নম্বর :

বর্তমান ঠিকানা :

তারিখ   পিতামাতা/অভিভাবক

শিশুকে নেওয়ার জন্য অনুমোদিত অভিভাবকের ছবি

নাম :
সম্পর্ক :

নাম :
সম্পর্ক :

নাম :
সম্পর্ক :

পিতামাতা/অভিভাবক

এই কার্ডটি -------- সালের জন্য প্রযোজ্য

স্বাস্থ্য শিক্ষিকা/শিক্ষিকা   ডে-কেয়ার অফিসার

শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র

কেন্দ্রের নাম ----------------------।
২০টি শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র স্থাপন প্রকল্প
মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়।

ফোন: -------------, মোবাইল: ------------------।
Web: www.cdcc.dwa.gov.bd

এই কার্ডটি হারিয়ে গেলে অনুগ্রহ করে উপরের ঠিকানায় যোগাযোগ করুন।

শিশুর প্রারম্ভিক বিকাশ- মূল্যবান, যত্নশীল, সুরক্ষিত

শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র পরিচালনার অন্যান্য নির্দেশিকাসমূহ

- ❑ শিশুর খাদ্য ও পুষ্টি নির্দেশিকা
- ❑ শিশু নির্বাচন ও ভর্তি নির্দেশিকা
- ❑ শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র তথ্য সহায়িকা
- ❑ শিশুর প্রাক-প্রারম্ভিক শিক্ষা পাঠ্যক্রম
- ❑ শিশুর প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা নির্দেশিকা
- ❑ শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনা নীতি
- ❑ শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্রের নকশা এবং কারিগরী নির্দেশিকা
- ❑ শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্রে সংক্রামক রোগ প্রতিরোধ নির্দেশিকা
- ❑ শিশুর মানসিক বিকাশ ও মানসিক স্বাস্থ্যসেবা নির্দেশিকা
- ❑ শিশুর শারীরিক বিকাশ ও শারীরিক বিকাশমূলক কার্যক্রমের নির্দেশিকা
- ❑ শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্রের কর্মচারীদের পেশাগত দক্ষতা উন্নয়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ কারিকুলাম ও প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল।

২০টি শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র স্থাপন প্রকল্প
মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়